পিকেএসএফ পরিক্রমা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ খ্রিঃ ◤ পৌষ-চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

০২ আইআরএমপি প্রকল্পের ২য় ধাপের কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন
০৩ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে নারীর কার্যকর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য
০৪ জাইকা-র সাথে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা বিষয়ক সভা
০৫ SEIP প্রকল্প
০৬ পোল্ট্রি খামারের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিষয়ক পরামর্শ সভা
০৭ কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-বারি সমঝোতা স্মারক
১০ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট
১১ আবাসন কর্মসূচি
১২ RMTP প্রকল্প
১২ পেকিন হাঁস পালনের মাধ্যমে রোকেয়া বেগমের দারিদ্র্য জয়ের গল্প
১৩ PPEPP প্রকল্প
১৩ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প
১৪ PACE প্রকল্প
১৪ কৈশোর কর্মসূচি
১৫ পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র
১৬ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন
১৬ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষাও জরুরি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

পিকেএসএফ ভবন

ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯ ৮৮০-৮১৮১৬৭৮

pksf@pksf-bd.org www.pksf-bd.org facebook.com/pksf.org

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুগান্তকারী ভাষণকে স্মরণ করে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন করেছে পিকেএসএফ। ১৯৭১ সালের এ দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে দেয়া সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এ ভাষণে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি জাতি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে বিজয়। কালজয়ী এ ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক এ দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়া, পিকেএসএফ ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নারে দিনব্যাপী ৭ মার্চের ভাষণ সম্প্রচার ও পিকেএসএফ ওয়েবসাইটের সুবর্ণজয়ন্তী কর্নারে এ ভাষণ প্রচারিত হয়।

আইআরএমপি প্রকল্পের ২য় ধাপের কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম Joint Coordination Committee (JCC)-র সভা ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর কারিগরি সহায়তায় আইআরএমপি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পিকেএসএফ, জাইকা বাংলাদেশ অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্পভুক্ত জাইকা বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, জাইকা প্রধান কার্যালয়, জাপান হতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় আইআরএমপি প্রকল্পের ২য় ধাপের কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পিকেএসএফ-এর ১৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হবে।

এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এ পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করার জন্য নীতি, নির্দেশিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরির কাজ করা হয়।

আইআরএমপি-এর প্রকল্প এলাকা হলো: রংপুর বিভাগের বন্যাপ্রবণ তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা; খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় এলাকা, সিলেট বিভাগের প্লাবনভূমি এলাকা এবং রাজশাহী বিভাগের খরাপ্রবণ অঞ্চল।

নারী দিবসের সেমিনারে বক্তারা

এসডিজি বাস্তবায়নে নারীর কার্যকর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য

সারা দেশে দেড় কোটিরও বেশি পরিবার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে দেয়া বিভিন্ন আর্থিক এবং অ-আর্থিক পরিষেবা উপভোগ করে। এ অংশগ্রহণকারীদের ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী কারণ নারীদের নিবিড় সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হয় না, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ আয়োজিত এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার সময় এসব কথা বলেন।

পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে ১০ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা: পিকেএসএফ ও এসডিজি-৫’ শীর্ষক এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শেখ মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

২০০৮-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি এক নতুন রূপ পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধান অতিথি ডা: দীপু মনি বলেন, “এটি সত্য – আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা নারী। অথচ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীর অবস্থান এখনও কম”। নারীবান্ধব রাজনীতিতে নারীদের আরো বেশি অংশ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি। নারীর প্রতি বিশ্বজুড়ে বিরাজমান সহিংসতা ও বৈষম্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রান্না-ধোয়ামোছার মতো গৃহস্থালী কাজ নারীর কাজ হিসেবে বিবেচিত হলেও “যখনই এর সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তি যোগ হয়, তখন পুরুষ। যেমন: দর্জি পুরুষ, বাবুর্চি পুরুষ এবং ক্লিনারও পুরুষ। যে কাজ অর্থ সংশ্লিষ্টতা ছাড়া করা হয়, সেটি নারীর কাজ। আর অর্থ যোগ হলেই তা পুরুষের। এটি সমাজের তৈরি করা”। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় রীতিনীতিতে একজন নারীকে অনেক বেশি ‘না’ শিখতে হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ‘না’-এর দেয়াল ভাঙতে নারীকে সাহস জোগাতে হবে। “নারীকে তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই শক্তি দিয়ে নারীকে সব জয় করতে হবে”।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে নারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়। একসময় মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীরা নামমাত্র সদস্য থাকতেন। অর্থ সহায়তা পেয়ে, তার পুরোটাই তাদের স্বামী বা বাবার হাতে তুলে দিতেন। সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রাপ্ত অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিচ্ছেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য যা অপরিহার্য।

মূল প্রবন্ধে ড. নমিতা হালদার এনডিসি নারী অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন এবং এসডিজি-৫ (জেন্ডার সমতা) অর্জনের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে এবং নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ দু'টি নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে।

সেমিনারে ড. হালদার কর্তৃক উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. নিয়াজ আহমেদ খান, উপ-উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এবং ড. মাহবুবা নাসরীন, উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাইকা-র সাথে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা বিষয়ক সভা

পিকেএসএফ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-র মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা ও করণীয় বিষয়ক একটি সভা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাইকা-র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় জাইকা-র বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র প্রতিনিধি (হিউমেন ডেভেলপমেন্ট) কমরি তাকাশি, অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জাইকা বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. তাপস কুমার বিশ্বাস এতে অংশ নেন। এছাড়া জাইকা প্রধান কার্যালয় জাপান হতে লিঙ্গ সমতা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক ইউনিটের প্রধান তোমামি উচিকাওয়া ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সভায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমসমূহ, ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ এবং আইআরএমপি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালক, মুহম্মদ হাসান খালেদ।

প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা ও জনবল শাখা পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে দেশি ও বিদেশি অন্যান্য সংস্থাসমূহের চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে 'অনলাইন (ভার্চুয়াল) ও অফলাইন (শ্রেণিকক্ষভিত্তিক)' ব্লেন্ডেড পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় ০৪টি কোর্সে ১০টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ২৩৯ জন কর্মকর্তা এবং শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ০৫টি কোর্সে ০৭টি ব্যাচে মোট ১৪১ জনসহ মোট ০৯টি কোর্সে ১৭টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ৩৮০জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষার্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনমিক্স-এর ১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর নির্দেশনার আলোকে প্রশিক্ষণ শাখা পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র যুবাদের প্রশিক্ষিত 'ট্যুর গাইড' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা Integrated Development Foundation (IDF)-এর মাধ্যমে ৬-১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাহাড়ি তুলা গবেষণা কেন্দ্র, বালাঘাটা, বান্দরবান-এ ৬০ ঘণ্টা ব্যাপ্তির একটি 'ট্যুর গাইড' প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে।

পিকেএসএফ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল, ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আয়োজনে জার্মানির বন শহরে ২১-২৫ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত Technical Assessment Session of Proposed Forest Reference Emission Levels and/or Forest Reference Levels শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ‘২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতি’ এবং ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক মূল বক্তব্য রাখেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শুরুতেই গাওয়া হয় পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান রচিত ‘বাংলাদেশ আমার গর্ব, আমার স্বপ্ন, আমার ঠিকানা’ গানটি। এরপর একে একে পরিবেশিত হয় কবি শামসুর রাহমান-এর ‘তুমি বলেছিলে’ কবিতা আবৃত্তি, এবং ‘ও আমার বাংলা মা তোর’ ও ‘এক সাগর রক্তের বিনিময়ে’ গানগুলো। এছাড়াও, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।

পাশাপাশি, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে বাদ জোহর দোয়া আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে আলোকসজ্জা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া, আগারগাঁওস্থ একটি এতিমখানায় মধ্যাহ্নভোজ পরিবেশন করা হয়।

SEIP প্রকল্প

পিকেএসএফ মে ২০১৫ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-র যৌথ অর্থায়নে অর্থ-বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পের ৩টি ধাপের আওতায় মোট ৩৮টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩১টি জেলায় ১৭টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে পিকেএসএফ। বর্তমানে প্রকল্পের ৩য় ধাপের আওতায় ১৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন সমন্বয় ও মনিটরিং ইউনিট (এসডিসিএমইউ) ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পিকেএসএফ এবং এসডিসিএমইউ-এর মধ্যে সহযোগিতার জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সভাটি আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বার্ধক্যজনিত সেবাসহ শিশু পরিচর্যাজনিত সেবা প্রদানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল গঠনের লক্ষ্যে কেয়ারগিভিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর সাথে এসডিসিএমইউ-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৬,৭৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মোট ১৭,৮০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে ৫,৫৬৭ জন ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছে ১২,২৩৩ জন। সম্প্রতি এতিম ও প্রতিবন্ধী তরুণদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) কর্তৃক ২৫ জন এতিম তরুণ এবং সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি প্যারালাইজড (সিআরপি) কর্তৃক ৩৮ জন প্রতিবন্ধী তরুণ প্রশিক্ষণে নিবন্ধিত হয়েছেন।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে রংপুরের বাংলা জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস) এবং ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে টিএমএসএস পরিচালিত এসইআইপি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি প্যারালাইজড (সিআরপি) কর্তৃক আয়োজিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, চিফ কো-অর্ডিনেটর, এসইআইপি ও সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হলো 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'। বর্তমানে দেশের ৬২টি জেলার ১৬২টি উপজেলার ১৯৮টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ২,০৮,৩৪৪ জনকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এ সময় ৭৯টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে ২,২২৪ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা

হয়। কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১৯৮টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,১৬৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দের মানোন্নয়নে মার্চ ২০২২ হতে সরকারি মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় এ সময়ে ৪৮৬ জন সদস্য তাদের ব্যাংক হিসাবে মোট ৮৫.০৮ লক্ষ টাকা জমা করেছেন। পিকেএসএফ থেকে এ সময়ে ২৩৭ জন বিশেষ সঞ্চয়ীকে সফলভাবে মেয়াদ পূর্ণ করায় অনুদান হিসেবে ৮৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৫৭.৯৯ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রান্তিকে সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলোতে মোট ৩৬টি সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় বিষয়ক একটি কর্মশালা গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের সাথে স্বাস্থ্য বিষয়ক নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে গত জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২২-এর মধ্যে সাতটি ব্যাচে মোট ৩৬০ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'

কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে ৭৯৭ জন সদস্যদের মাঝে প্রায় ২.৬ কোটি টাকা আয়বর্ধনমূলক ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, এসময়ে মৃতের সৎকার বাবদ ৩৬১টি পরিবারকে ৭.২২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে পরিপোষক ভাতা হিসেবে ৬,৭২৪ জন প্রবীণ সদস্যকে ৩৩.৬২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

পোল্ট্রি খামারের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিষয়ক পরামর্শ সভা

পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনলাইনে পোল্ট্রি খামারের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিষয়ক পরামর্শ সভা আয়োজন করে। সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি সকলকে শুভেচ্ছা এবং সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সূচনা বক্তব্য দেন। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, পিকেএসএফ ২০ বছর ধরে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর ও বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে।

সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসূহের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন পোল্ট্রি কোম্পানির প্রতিনিধিসহ মোট ৪০ জন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

এমআরএ'র কর্মকর্তাদের পিকেএসএফ পরিদর্শন

দেশজুড়ে চলমান পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পেতে 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)'-এর নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের একটি দল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ কার্যালয়ে আসে।

এ সময় এমআরএ-এর কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি সভাপতিত্ব করেন।

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, "মানুষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে এবং বিধিবিধান হতে হবে জনবান্ধব"।

এমআরএ-এর নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য এ কর্মশালা আয়োজনের জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান মোঃ ফসিউল্লাহ। ৪০ জন এমআরএ কর্মকর্তার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন। এছাড়া, পিকেএসএফ এবং এমআরএ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রয় কার্যক্রম শীর্ষক কর্মশালা

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রম আরো বেশি গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে 'পিকেএসএফ-এর ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা: কতিপয় কেইস স্টাডি' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। কর্মশালায় মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন মোঃ সরওয়ার মোর্শেদ, ব্যবস্থাপক (প্রকিউরমেন্ট)।

তিনি ক্রয় প্যাকেজ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ, স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতে চ্যালেঞ্জ, ক্রয়-পরবর্তী সেবা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও পরামর্শ উঠে আসে, যার আলোকে বেশ কিছু কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

পিকেএসএফ মূলস্রোত এবং প্রকল্পের মোট ৮০ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত "উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫"-এর নির্দেশনা অনুযায়ী পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ হতে উদ্ভাবনী ধারণার ওপর নিয়মিতভাবে সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং ওয়েবসাইটে তা হালনাগাদ করা হয়।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে পিকেএসএফ উদ্ভাবন বিষয়ক নিয়মিত সভার আয়োজন করেছে। এছাড়া, ১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা-এর অর্ধ বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে মোঃ হুমায়ুন কবির, উপ-মহাব্যবস্থাপক; কামরুন্নাহার, ব্যবস্থাপক এবং মোঃ নাজমুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ ত্রৈমাসিকে দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, রংপুর, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ।

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রবান্ধব কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২০-২২ মার্চ ২০২২ দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম এবং রংপুর জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

সফরে ড. হালদার পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্প, লার্নিং অ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়া (লিফট) কর্মসূচি, সমন্বিত কৃষি ইউনিট এবং স্ট্রেনদেনিং রেজিলিয়েন্স অফ লাইভস্টক ফার্মারস থ্রু রিস্ক রিডিউসিং সার্ভিসেস (এলআরএমপি) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তার পরিদর্শনকৃত লিফট কর্মসূচিভুক্ত উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বিত মাছ ও শামুক চাষ কার্যক্রম, ভাসমান হাপায় বাহারি মাছের ব্রুড প্রতিপালন এবং ঐতিহ্য থেকে শিখন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

এ সফরে তিনি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় এবং কুড়িগ্রাম জেলার যাত্রাপুর চরে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন জীবিকায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লেয়ার মুরগী পালন, মৎস্য চাষ কার্যক্রম ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, তিনি প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন সামাজিক প্লাটফর্ম যেমন প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি), কিশোরী ক্লাব ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি প্রতিবন্ধী সদস্যদের মাঝে হুইলচেয়ার, ক্রাচসহ বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শিত দু'টি পথনাটক অবলোকন করেন।

২১ মার্চ ২০২২ তারিখে ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর সফরকারী দল স্থানীয় সার্কিট হাউজে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, কুড়িগ্রাম জেলায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দও সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় জেলার বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ বিষয়ে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

ড. নমিতা হালদার কুড়িগ্রামে গবাদিপ্রাণী খামারিদের জন্য গবাদি মোটাতাজাকরণ ও ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ সেশন পরিদর্শন করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন

১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সফরসঙ্গী ছিলেন মোঃ আশরাফুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, মোঃ মনির হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং মোঃ গোলাম রব্বানী, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার।

এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদর উপজেলার আমনুরা এলাকার 'হরিজন পল্লী', সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ কর্মসূচি, লিফট কর্মসূচির আওতায় গাড়ল ও ভেড়ার ব্রিডিং খামার, এসইপি প্রকল্পের আওতায় ইকোলজিক্যাল ফার্মিং, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন, ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি অধ্যুষিত এলাকায় কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মো: তবজুল হক নামক একজন উদ্যমী সদস্যের চায়ের দোকান পরিদর্শন করেন। তিনি পূর্বে ভিক্ষুক ছিলেন। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি হতে ১ লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে তবজুল বর্তমানে চায়ের দোকান পরিচালনার পাশাপাশি গরু ও ছাগল লালন-পালন করেন।

ড. নমিতা হালদার সদর উপজেলার আমারক গ্রামে লিজ নেয়া ১৫ বিঘা জমিতে আবদুল জব্বার নামক এক চাষী উদ্যোক্তার গড়ে তোলা ইকোলজিক্যাল ফলবাগান পরিদর্শন করেন। বিকেলে তিনি সদর উপজেলাস্থ নাদাই নামক এলাকায় ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি অধ্যুষিত এলাকায় ২টি সমিতি পরিদর্শন ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এ সদস্যরা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে গরু-ছাগল পালন, কুচিয়া চাষসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। ড. হালদার প্রয়াস সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত 'রেডিও মহানন্দা ৯৮.৮'-এ আয়োজিত একটি সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মোঃ ফজলুল কাদের ১৫-১৯ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা), ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এবং অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট) সহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত ইকো ট্যুরিজমের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ফেনী জেলায় অপকা কর্তৃক বাস্তবায়িত গোল মরিচ প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় আদিবাসী সমিতি পরিদর্শন করে আদিবাসী নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ৫-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কার্যক্রম সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে তিনি আইডিএফ-এর মাধ্যমে পার্বত্য জেলা বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বেকার যুবদের জন্য ৬০ ঘন্টা (১২ দিন) মেয়াদি 'ট্যুর গাইড' বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন। এছাড়া, এ পরিদর্শনকালে চট্টগ্রামকেন্দ্রিক সহযোগী সংস্থা অপকা, ঘাসফুল, মমতা, সিসিডিএ এবং আইডিএফ-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে 'অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন ভাবনা: পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-বারি সমঝোতা স্মারক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পারস্পরিক অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং বারি-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বারি-এর মহাপরিচালক ডা. দেবাশীষ সরকার।

সমঝোতা স্মারকের আওতায় টেকসই কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে বারি এর উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের বিশেষ ও উচ্চ ফলনশীল জাত সরবরাহ, প্রযুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত উপকরণ সরবরাহ, প্রকাশনা ও কারিগরি তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের লক্ষ্যভুক্ত কৃষকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর সহায়তা, এবং পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। বারি-এর পরিষেবাগুলো কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পিকেএসএফ সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের দোরগোড়ায় বিভিন্ন সেবা প্রসারিত করতে কাজ করছে।

RAISE প্রকল্প : অর্থ বিভাগ ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে SLGA স্বাক্ষর

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের পরিবারভুক্ত সদস্য এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের

শিক্ষানবিশি ((Apprenticeship) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে দেশজুড়ে ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ০৫ বছর মেয়াদি Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় অগ্রসর কর্মসূচিভুক্ত ৯০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ব্যবসা উন্নয়ন বিষয়ক ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত ৩৫,০০০ তরুণকে শিক্ষানবিশি পদ্ধতিতে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও, কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত অনানুষ্ঠানিক খাতের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে টেকসই উদ্যোগ পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে Financing Agreement and Project Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) স্বাক্ষরিত হয়।

২৯ মার্চ ২০২২ তারিখ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে Project Steering Committee (PSC)-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ থেকে ০৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের Virtual Implementation Support Review Mission অনুষ্ঠিত হয়। খুব শীঘ্রই কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

জিসিএফ-এর কার্যক্রমে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংস্থাসমূহের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিসিএফ-এর অর্থায়নে Readiness Support Programme-এর আওতায় পিকেএসএফ ৭টি বিভাগীয় শহরে 'জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ও পিকেএসএফ-এর পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম' সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ (৯ মার্চ ২০২২), রাজশাহী (১৬ মার্চ) ও বরিশাল (২১ মার্চ) বিভাগসমূহে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ECCCP-Flood

দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর বন্যা মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তায় 'Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যাপ্রবণ ৫টি জেলায় (নীলফামারি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা এবং জামালপুর) এ পর্যন্ত কমিউনিটি পর্যায়ে ১,১০৭টি Climate Change Adaptation Group (CCAG) গঠন; ৪,৪৭১টি বসতভিটা বন্যা সীমার উপরে উঁচুকরণ; ১০৮টি অগভীর নলকূপ স্থাপন; ২৪,৪০৩ জনের নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত; ১৫,৯২৯ জনের জন্য ৫৪৫টি বন্যাসহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন; ২,৮৯৫ জন কৃষকের মাঝে উচ্চ ফলনশীল জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল উৎপাদনের মাঠ প্রদর্শনী; এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য ৩,২১৯টি ঘর প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ৬,৩৬০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আবাসন কর্মসূচি

আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি ১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৯টি জেলার ৩৭টি উপজেলায় ১১৪টি শাখার মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে।

এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণে পিকেএসএফ ১৭টি সংস্থার মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ৪,৬৮৫ জন সদস্যকে মোট ১০৬.৬৪ কোটি টাকা এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে ৬৩০ জন সদস্যের মাঝে ২৭.৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

পাথরঘাটা উপজেলায় পানি দারিদ্র্যের স্বরূপ বিষয়ক গবেষণা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় আর্সেনিক দূষণ, সুপেয় পানির স্তর নেমে যাওয়া, লবণাক্ততা এবং ভূগর্ভস্থ সিক্ত জলাধারের অপর্যাপ্ততার মতো কতিপয় গুরুতর সমস্যা ব্যাপক ভোগান্তির সৃষ্টি করছে। এ অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ, সমাধান এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় বিষয়ে পিকেএসএফ-এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা একটি স্টাডি পরিচালনা করেছে।

গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাথরঘাটা উপজেলায় সরকার, এনজিও, বিদেশি সংস্থা ইত্যাদি কর্তৃক বেশ কয়েক ধরনের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও যথাযথ তদারকি ও জরুরি অর্থ সহায়তার অভাবে এর বেশিরভাগই বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। গবেষণায় সুপেয় পানি সমস্যা সমাধানে একটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু সুপারিশ করা হয়: (ক) আর্থিক বিনিয়োগ, (খ) প্রশাসনিক সহায়তা এবং (গ) কমিউনিটি-ভিত্তিক কমিটি। পাথরঘাটা উপজেলায় নিরাপদ পানির সমস্যা নিরসনে দুই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে পিকেএসএফ। প্রথমত, স্থানীয় সরকারের সহায়তায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পাথরঘাটা উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে যে সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে তার তালিকা প্রস্তুত করে যথোপযুক্ত মেরামত ও ভবিষ্যৎ তদারকির জন্য কমিটি গঠন। দ্বিতীয়ত, ঐ অঞ্চলের সার্বিক চাহিদা পূরণে পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট ও পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) সহ গভীর নলকূপ স্থাপন।

LICHS প্রকল্প

পিকেএসএফ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ২০ অক্টোবর ২০১৬ থেকে বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে 'লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এ প্রকল্পের ৩নং (শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট) কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩টি শহরে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এ গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ।

প্রকল্পটি ঋণগ্রহীতাদের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩টি শহরে নতুন বাড়ি নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত বাবদ ১১,১৪৬ ঋণগ্রহীতাকে মোট ২৩৩.৫৪ কোটি টাকা এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে ১,২৯১ ঋণগ্রহীতাকে নতুন ঋণ হিসাবে ২৬.৮২ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে।

পাশাপাশি পিকেএসএফ অনুদান হিসাবে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ৭টি সহযোগী সংস্থাকে ২.৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতি সত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ে ঋণ পুনরুদ্ধারের হার প্রায় ৯৮%।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি'তে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। ইউনিটের কর্মএলাকাভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়েপড়া ও পিছিয়েরাখা জনগোষ্ঠীকে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের আওতায় নিয়ে এসে তাদের 'সুবর্ণ নাগরিক কার্ড' প্রাপ্তিতে সহায়তা করাই এ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ ভোলা সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ ইউনিটের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা'-এর কর্মএলাকা ইলিশা ও কাঁচিয়া ইউনিয়নে প্রতিবন্ধিতা জরিপে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও শনাক্তকরণ ক্যাম্পেইন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

একই উদ্দেশ্যে সহযোগী সংস্থা 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা'-র উদ্যোগে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলা এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে চরফ্যাশন উপজেলায় অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিটের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে 'বাল্যবিবাহের কুফল' এবং 'পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য' বিষয়ে ৭০৯৪ জনকে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৭৮টি ইউনিয়নে সাইনবোর্ড ও মাইকিং এবং কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে 'Rural Micro Enterprise Transformation Project (RMTP)' বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে এ প্রকল্প কাজ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষে আশাব্যাঞ্জক সাফল্য

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় শীতপ্রধান দেশের টিউলিপ ফুল চাষের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। 'দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের জন্য উপযোগিতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় তেঁতুলিয়া উপজেলার দর্জিপাড়া ও শারিয়ালযোথ গ্রামে ০৮ জন নারী চাষীকে টিউলিপ ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ৩টি পৃথক স্থানে ৪০ শতাংশ জমিতে টিউলিপের ৪০,০০০ কন্দ/বাল্ব রোপন করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অব্যাহত রাখা হয়। ১ মাস সময়ে রোপণকৃত কন্দ/বাল্ব থেকে শতভাগ চারা ও ফুল প্রস্ফুটিত হয়। চাষীরা ফুল বিক্রয় করে আয় করেন ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ফুল প্রদর্শন করে আয় করেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

টিউলিপ চাষের মাধ্যমে তেঁতুলিয়া উপজেলায় পর্যটন সম্ভাবনা বিকাশের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ বছর টিউলিপ ফুল ফোটার মৌসুমে উক্ত এলাকায় ব্যাপক পর্যটকের সমারোহ ঘটে। পর্যটকরা স্বল্প টাকার বিনিময়ে টিউলিপ ফুলের বাগান পরিদর্শন করেন।

পেকিন হাঁস পালনের মাধ্যমে রোকেয়া বেগমের দারিদ্র্য জয়ের গল্প

রোকেয়া বেগম একজন সাধারণ গৃহিণী। তিনি জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলাস্থ বাঘাপাড়া গ্রামের একজন অধিবাসী। সংসারের উন্নয়নের জন্য তিনি বাড়িতে কাজের পাশাপাশি দেশি জাতের হাঁস পালন করতেন। কিন্তু কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষতার ঘাটতি থাকার কারণে তিনি হাঁস পালন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছিলেন না। ২০২০-২১ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো) কর্তৃক বাস্তবায়িত পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রোকেয়া বেগম অধিক মাংস উৎপাদনশীল ১০০টি পেকিন জাতের হাঁসের বাচ্চা পালন শুরু করেন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ২ মাস পর রোকেয়া বেগম ৩৮টি হাঁস ১৯,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। পরবর্তীতে এসো-র প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে তিনি পেকিন হাঁসের প্যারেন্ট স্টক খামার গড়ে তোলেন। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে তিনি হাঁসগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে জাল দিয়ে ঘিরে পালন করেন। ৬ মাস পর থেকে রোকেয়া বেগম তার প্যারেন্ট স্টক খামার থেকে ডিম পেতে শুরু করেন। প্যারেন্ট স্টক খামার থেকে বর্তমানে তিনি প্রতি মাসে ৮৫০-৯০০টি ডিম পাচ্ছেন। উক্ত ডিম হ্যাচারিতে সরবরাহ করে তিনি মাসে ৬০০-৬৫০টি পেকিন হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করছেন। ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের হার শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ। বর্তমানে রোকেয়া বেগম বছরে ৭,৮০০ পেকিন হাঁসের বাচ্চা বিক্রয় করে আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা আয় করছেন।

PPEPP প্রকল্প

যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কবলিত জেলাসমূহের নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে লক্ষিত অতিদরিদ্র খানাসমূহের টেকসই উন্নয়নে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল' (পিপিইপিপি) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রসপারিটি প্রকল্পের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ কর্মএলাকায় মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে গত ১৬-১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে

উন্নয়ন সহযোগী এফসিডিও-এর একটি প্রতিনিধি দল দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শন করেন। তিন দিনের এ সফরে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক এবং পিপিইপিপি-এর প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী-সহ কয়েকজন কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী দলটির সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, উন্নত পুষ্টি সেবা, সরকারি সেবায় অভিগম্যতা, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ, নারীর ক্ষমতায়নসহ মাঠ পর্যায়ের সার্বিক কার্যক্রমে এফসিডিও-এর প্রতিনিধি দল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত এফসিডিও-এর ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর ডানকান ওভারফিল্ড পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিবন্ধীদের মূলধারায় যুক্তকরণ

নীলফামারী জেলার শৌলমারী ইউনিয়নের বাসিন্দা জোবেদা বেগম (৪২) ছোটবেলায় দুর্ঘটনায় এক পা হারান। তারপর থেকে ক্রাচে ভর করেই চলাফেরা করে আসছেন। বাল্য বিয়ের শিকার জোবেদার কোনো সন্তান নেই। এক পালক পুত্র গ্রহণ করে এবং তার দেখাশুনা করেই জোবেদার সময় কাটে।

জোবেদার স্বামী ঢাকায় দিন মজুর খাটেন। সংসারের খরচ মেটাতে স্বামীর পাঠানো টাকা যথেষ্ট না হওয়ায় জোবেদা তার প্রতিবন্ধিতা সত্ত্বেও কিছু বাড়তি আয়ের জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। তবে ক্রাচে ভর করে গৃহস্থালীর কাজ করতে অসুবিধার মুখে পড়ায় তিনি নিকটবর্তী একটি হোটেলে থালাবাসন ধোয়ার কাজ নেন। কিন্তু চলাচলে অসুবিধা তার রয়েই যায়।

গত বছর, পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় জোবেদাকে প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি ত্রি-চক্রযান প্রদান করা হয়। বর্তমানে থালাবাসন ধোয়ার কাজে বাড়ি থেকে হোটেলে এবং প্রয়োজনে অন্য কোনো স্থানে জোবেদা আগের চেয়ে অনেক সহজে যাতায়াত করতে পারছেন। আর হুইলচেয়ারে বসে সহজেই থালাবাসন ধোয়ার কাজ করতে পারছেন।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development' শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচিত ১৮টি জেলাধীন ৭৮টি উপজেলায় ২০২১-২০২৫ মেয়াদে ৫৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ অর্জনের লক্ষ্যে, স্বল্প সার্ভিস চার্জে ১০ লক্ষ পরিবারে নিরাপদ স্যানিটেশন এবং ১.২০ লক্ষ পরিবারে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ পরিষেবা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, ল্যাট্রিন নির্মাণে ২য় পিটের মূল্য বাবদ ৩ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের দু'টি ঋণ খাতে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মোট ১২৬.৪৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাঠ পর্যায়ে দিনব্যাপী বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫টি জেলার ১৫টি উপজেলার ২৮৯ জন স্থানীয় উদ্যোক্তাকে শ্রেণিকক্ষে এবং মাঠ পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

PACE প্রকল্প

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ডসমূহের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এসব ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

PACE প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় ১৬টি কৃষি ও ১৫টি অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,১১,৬১৯ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ২৫টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে ৩০,৮৬৮ জন উদ্যোক্তাকে লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২০২১-২০২৩ সময়ে PACE প্রকল্পটি বর্ধিত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সময়ে অতিরিক্ত ১.৬৮ লক্ষ উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সরাসরি উপকৃত হবেন।

প্রকল্পের অতিরিক্ত মেয়াদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকে নতুন ৪১টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ২১টি উপ-খাতের উন্নয়নে এ উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপ-খাতগুলো হলো:

ভেষজ উদ্ভিদ প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, ইকোট্যুরিজম , ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি, ফল ও কৃষিজ পণ্য, ফুলের টিস্যু কালচার ল্যাব, মৌচাষ উন্নয়ন এবং মধু বিপণন, কাঁকড়া হ্যাচারি, বছরব্যাপী পেঁয়াজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ, দেশি মুরগি পালন, গাভী পালন, নগর বর্জ্য হতে জৈব সার উৎপাদন, ইকোলজিক্যাল ফার্মিং, উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ, নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন, হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাঁস পালন, লবণাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্যমানের ফসল চাষ, কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ, নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন, ও সুগন্ধি ধান উৎপাদন।

কৈশোর কর্মসূচি

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত কর্মসূচির আওতায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ৫৫টি জেলার ২১৭টি উপজেলায় ৯৪৯টি ইউনিয়নে নির্বাচিত ৬৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ২,৩০৫টি ক্লাব (কিশোর ৭৩৬টি এবং কিশোরী ১,৫৬৯টি) গঠন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা মোট ৭০,৯৭৩ জন। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ১,০৯০টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৫,৮৫৪টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ২৭টি বাল্যবিবাহ; ১২টি যৌতুক; ৫১টি যৌন হয়রানি এবং নারী, শিশু ও প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে। এ পর্যন্ত ১,১১,৭৮৯ জন কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, ব্লাড সুগার মাত্রা ও রক্তচাপ নির্ণয়, বিএমআই পরিমাপ, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ বিষয়ক পরামর্শসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ সময়ে ৫,৯১৯ জন কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২১-মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩,৮৭০.১৩ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৭,৩১৫.৯৭ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪২ ভাগ। নিচে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ : ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতির তথ্য (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে)
জাগরণ	১৬৫৩১.৩০	২২১০.৮৬
অগ্রসর	৮৮৮৯.২১	১৯০৭.২৭
সুফলন	১১১৩৮.২১	৬৭১.৮১
বুনিয়াদ	৩০৮২.৮২	৩৭০.৩৭
সাহস	১০১.৪২	১.০০
কেজিএফ	১২৯২.৭৫	১২১.৩০
সমৃদ্ধি	১১৩৯.৩৫	৩৬২.৬৫
এলআরএল	৮৫০.০০	৬৯৩.৮১
লিফট	২২৩.২২	৫৬.৪০
এসডিএল	৬৭.৮৫	১৭.৪৫
আবাসন	৯৫.৫০	৮৪.০১
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৩০১.১৬	৩৫.২৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৪৩৭১২.৭৯**	**৬৫৩২.১৬**
প্রকল্প		
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৯
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.২৬
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	১৩১.২৭
অগ্রসর-এমডিপি	১২৬৪.৮৭	৮৭০.৮৬
অগ্রসর-এসইপি	৬১৬.৫০	৩৬৭.৭১
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৩৭.৯১	১৬৭.৫৫
মোট (প্রকল্প)	**৩৬০৩.১৮**	**১৫৫৬.৯১**
সর্বমোট	**৪৭৩১৫.৯৭**	**৮০৮৯.০৮**

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs in FY 2021-22 (Up to Mar.'22) (Crore BDT)

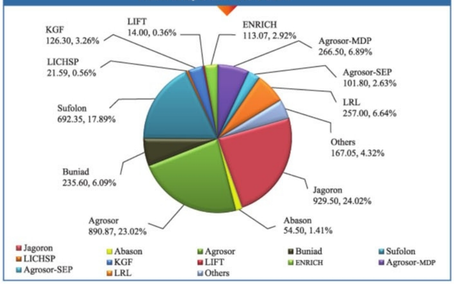

টেবিল-২: ঋণ বিতরণ তথ্য (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা

ঋণ বিতরণ ২০২১-২০২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়)		
কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই '২১-মার্চ '২২)	সহ. সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা (জুলাই '২১-অক্টোবর '২১)
জাগরণ	৯২৯.৫০	৭০৮৪.৪৪
অগ্রসর	৮৯০.৮৭	৬১৬৮.৪০
বুনিয়াদ	২৩৫.৬০	২৬২.৬১
সুফলন	৬৯২.৩৫	১৭৪০.৩৬
কেজিএফ	১২৬.৩০	১০৭.৯৫
লিফট	১৪.০০	৬০.০৭
সমৃদ্ধি	১১৩.০৭	২০৭.৪৯
এলআরএল	২৫৭.০০	২৮১.৪৯
অগ্রসর-এমডিপি	২৬৬.৫০	৪৮২.৯৫
অগ্রসর-এসইপি	১০১.৮০	১৩০.৮৫
এলআইসিএইচএসপি	২১.৫৯	২৯.৯০
আবাসন	৫৪.৫০	১০.৮৯
অন্যান্য	১৬৭.০৫	২৫৬২.৭৩
মোট	৩৮৭০.১৩	১৯১৩০.১৪

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা সদস্য):

২০২১-২০২২ অর্থবছরে (অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৯,১৩০.১৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৪,৮০,৫৬৯.০৫ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৯৮ ভাগ। অক্টোবর ২০২১-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৪০,৮৩০.৬৭ কোটি টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১.৬০ কোটি, যার মধ্যে ৯০.৮২ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients in FY 2021-22 (Up to Oct.'21) (Crore BDT)

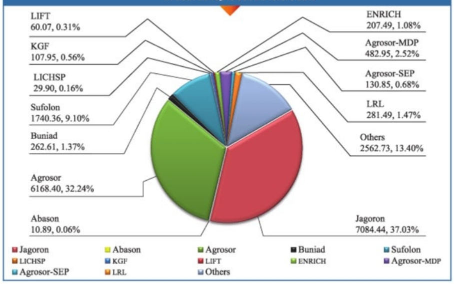

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ বিভিন্ন কর্মসূচির অয়োজন করে।

এর অংশ হিসেবে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, জাতীয় এই দিবস উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ বছর জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার'। এর আগে, ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে এ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

পিকেএসএফ ভবনে জোহরের নামাজের পর বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত একটি এতিমখানার শিক্ষার্থীদের

জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দিবসটিতে সারাদেশে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এছাড়া কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ২,৩৮৪ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ৬,১৬৭টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রসহ সারাদেশে অনুরূপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষাও জরুরি'

এসইপি আয়োজিত কর্মশালায় ড. নমিতা হালদার

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রবৃদ্ধি আবশ্যক কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিও যে জরুরি তা আমাদের অনুধাবন করার সময় হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত Adoption of Environmentally Sustainable Practices and Environmental Certifications by MEs শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী একটি কর্মশালার উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রচলিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল যা এসইপি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অত্যাধুনিক জ্ঞানের আদান-প্রদান, উদ্ভাবনী তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটালাইজেশন, উদ্ভাবনী অর্থায়ন ব্যবস্থার অনুসন্ধান, পরিবেশবান্ধব প্রকিওরমেন্ট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জ্ঞান আদান প্রদানের জন্য এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে কর্মশালাটি ৫ এপ্রিল ২০২২ সমাপ্ত হয়। কর্মশালায় সূচনা বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিস্ট উন জু এলিসন।

কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন। এ সময় তিনি বলেন, সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো তাদের সনদ, ডিজিটাল অর্থায়ন এবং অন্যান্য প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে। পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব সাপ্লাই চেইন-এর প্রতি আগ্রহী উদ্যোক্তারা ডিজিটাল প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবনী ও সংগঠিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারে প্রবেশ করতে পারবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কর্মশালার পঞ্চম দিনের একটি অধিবেশনে এসইপি প্রকল্প সমন্বয়কারী জহির উদ্দিন আহমেদ 'Scope of green financing in ME sector' শীর্ষক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বুক পোস্ট

পিকেএসএফ পরিক্রমা

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ : মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম, সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা